২৫

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ... DEC. 2 4 1999
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...২......

গণশিক্ষা কার্যক্রমের অর্থ লুটপাট

গণশিক্ষা কার্যক্রমের নামে সরকারের কোটি কোটি টাকা লুটপাট হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সাম্প্রতিক এক বৈঠকে এই নিয়ে তুমুল বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে, চলতি অর্থবছরে গণশিক্ষা কার্যক্রমে সরকারের যে একশ' কোটি টাকারও বেশী ব্যয় হয়, তা বাস্তব ক্ষেত্রে গণশিক্ষার বিস্তারে বিশেষ কোনো কাজে লাগেনি বলে বৈঠকে উল্লেখ করা হয়। বৈঠকে এই অভিযোগও করা হয় যে, এই কার্যক্রমের নামে সরকারের একশ্রেণীর কর্মকর্তা বা আমলার পকেটই ভারী হচ্ছে মাত্র। সরকার ও বিরোধী দলের সদস্যদের পক্ষ থেকে এই অভিযোগের পর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ও হয়। তবে একজন এমপি নওগাঁয় একটি গণশিক্ষা কার্যক্রমের নামে ৫ কোটি টাকা খরচ করে এই এলাকাকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করা হলেও এই এলাকা নিরক্ষরমুক্ত হয়নি বলে যে অভিযোগ করেন, বিভাগীয় তদন্তের পর এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে বলেও খবরে উল্লেখ করা হয়। সরকারী দলের একজন এমপিও স্পষ্ট করে বলেছেন, গণশিক্ষা কার্যক্রমের কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়েছে। দেশের কোথাও সঠিকভাবে এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। মন্ত্রণালয় থেকে সংসদীয় কমিটিতে যেসব কাগজপত্র দেয়া হয় তা সঠিক নয় বলেও সংসদীয় কমিটির বৈঠকে অভিযোগ করা হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে যে, বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ও সচিব জনপ্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু, গণশিক্ষা কার্যক্রম তো বটেই, এমনকি গোটা শিক্ষা বিভাগই যে দুর্নীতিতে তলিয়ে যাচ্ছে– এটা এখন আর যুক্তি দিয়ে প্রমাণের বিষয় নয়। কেননা, গণশিক্ষা কার্যক্রমের দুর্নীতি এবং শিক্ষা বিভাগের দুর্নীতি এখন ওপেন-সিক্রেট বিষয়। বলার অপেক্ষা রাখে না, গণশিক্ষা কার্যক্রম এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাইন বোর্ডসর্বস্ব হয়ে পড়েছে। অনেক স্কুলেই চক নেই, ব্ল্যাকবোর্ড নেই, হেরিকেন নেই, নেই প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ। তারপরও বিভিন্ন এলাকাকে নিরক্ষরতামুক্ত ঘোষণা করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গণশিক্ষার যে তেমন কোন উন্নতি ঘটছে না, এটা যে কোন সমাজ সচেতন মানুষ জানেন। বৈঠকে একজন এমপি জাতীয় বিশ্বদ্যিালয়ে ব্যাপক দুর্নীতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, এখানে খাতা নিতেও ঘুষ দিতে হয়। ভিসির বিরুদ্ধে ৪০টি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকার পরও তদন্ত হয়নি। উল্লেখ্য, বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা বিভাগের নানা পর্যায়ে দুর্নীতি নিয়ে অসংখ্য খবর প্রকাশিত হয়েছে। এসব নিয়ে লেখালেখিও কম হয়নি। কিন্তু শিক্ষা বিভাগকে দুর্নীতিমুক্ত করার কোন কার্যকর পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি। শিক্ষা বিভাগ হল সুনাগরিক তথা খাঁটি মানুষ তৈরীর বিভাগ, এই বিভাগে অনিয়ম ও দুর্নীতি থাকার অর্থ সুনাগরিক তৈরীর ক্ষেত্রটি কলুষিত হয়ে পড়া। ফলে, জাতির জীবনে দুর্নীতি সর্বব্যাপ্ত হয়ে পড়বে– এটাই স্বাভাবিক।

গণশিক্ষা কার্যক্রমের গুরুত্ব ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। অথচ এ যাবত এই কার্যক্রমে যত অর্থ ব্যয় হয়েছে– তার সিংহভাগই বেহাত বা লুটপাট হয়ে গেছে, গণশিক্ষার কাজে লাগেনি। কোটি কোটি টাকা লোপাট হয়ে যাওয়ার এই বিষয়টি এবারই যে প্রথম ধরা পড়ল তা বলা যাবে না। এ ব্যাপারে আগেও অনেক অভিযোগ শোনা গেছে। ফলে গণশিক্ষা কার্যক্রমের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়নি। এ ক্ষেত্রে সাফল্য যতটুকু প্রদর্শিত হয়েছে, তা কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। গণশিক্ষা কার্যক্রমকে একটি বিপ্লব হিসেবে, একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলা যায়নি। এর অন্যতম প্রধান কারণ সংশ্লিষ্ট একশ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা। তারা ক্ষুদ্র হীন ব্যক্তিস্বার্থে গণশিক্ষা কার্যক্রমকে একটি কাগুজে কার্যক্রমে আবদ্ধ করে রেখেছেন। এই বাস্তবতার প্রকাশ শ্রুতিসুখকর হওয়ার কথা নয়। কিন্তু যত রূঢ়ই হোক, বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনা আজ অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মন্ত্রণালয় থেকে সংসদীয় কমিটিতে যেসব কাগজপত্র দেয়া হয় তা সঠিক নয় বলে সংসদীয় বৈঠকে যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, তা রীতিমতো গুরুতর। বলার অপেক্ষা রাখে না, সঠিক নয়– এমন কাগজপত্র সংসদীয় কমিটিতে পাঠানোর অর্থ কমিটির দৃষ্টি থেকে কোন কিছু আড়াল করে রাখা। কিন্তু অনিয়ম-দুর্নীতি এমন এক বিষয় যা কখনো আড়াল করে রাখা যায় না। গণশিক্ষার দুর্নীতি আজ সরকারী ও বেসরকারী উভয় পক্ষের জনপ্রতিনিধিদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। একশ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা বছরের পর বছর যে অনিয়ম-দুর্নীতির জন্ম দিয়ে চলেছে তা গণশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিতে বসেছে। এরপর গণশিক্ষা কার্যক্রমের অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত এবং তার প্রেক্ষিতে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবী।